উপন্যাস

# ছিঃ

†d i ‡`Šm mv‡R`xb

একটু সরে বসুন। আপনার মুখে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে গন্ধটা সহ্য করে আসছি, এখন আর পারছি না। সব কেমন গুলিয়ে বের হয়ে আসতে চাইছে। না না, উঠবেন না, চেয়ারটা একটু পেছনে ঠেলে বসুন। কিছু মনে করবেন না, চাছাছোলার মত এই রকম একটি স্পর্শকাতর বিষয় আপনার মুখের ওপর ঠাস করে ছুঁড়ে দিলাম বলে। চটাস চটাস এইরকম অপ্রিয় সত্য কথা বলি বলে কিন্তু আমার খ্যাতি বা দুর্নাম কোনটাই নেই। অন্তত আমার কানে তা এখন পর্যন্ত আসেনি। কিন্তু বলি। বলতে পারার একটা বিরল ক্ষমতা আমি ধারণ করি এবং তার ব্যবহারও সময়ের ডাকে প্রয়োগ করি, এটা আমার চারপাশের লোকেরা জানে।

আমি একটা জিনিস কিছুতেই বুঝি না, মুখের এই দুর্গন্ধটা আপনারা অর্জন করেন কী করে, আর কী করেই বা এটা অবলীলায় যত্রতত্র বহন করে চলেন? দু'পাশে ঠোঁটের সঙ্গমস্থলে এই যে সাদা সাদা আঠা আঠা ফেনা ফেনা কী সব জমে আছে, দুর্গন্ধটা কি সে জন্যেই আসছে? অনেকক্ষণ পেট খালি থাকলে নাকি এ রকম ভুস ভুস করে অন্ত্রনালী বেয়ে ওঠা গন্ধ মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। আপনি কি অভুক্ত? নাকি আসলেই নাড়িভুঁড়ি পচে গন্ধ আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা ও বিস্তার লাভ করছে!

অবশ্য আপনি এই গন্ধের বালখিল্যতার কথা অনুমান করে নিতে পারেন না, সেটা আমি বুঝি। যারা জেলে তারা মাছ-মাছ গন্ধ নিজেরা পায় না, তাদের ক্রেতারা পায়। আপনারটাও ওই রকম, আমি পাচ্ছি, আপনি পাচ্ছেন না। তবে হ্যাঁ, অই হাত তিন দূরেই থাকুন। ফিসফিস করে তো আমরা কথা বলছি না! যাবে, কথা দিচ্ছি, কানে আপনার, আমার কথা যাবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, জিজ্ঞেস করে ফেলাটাই ভাল। কত প্রশ্ন মনের ভেতর গুতোগুতি করে, তার সিকিভাগও তো প্রকাশ করা হয় না। হলে ভাল হত। ঠাসাঠাসিটা একটু কমত। অতশত প্রশ্ন নিয়ে কি কোন কিছু সারা হয়, না স্থির থাকা যায়? যত কম প্রশ্ন, ততই হালকা লাগে। উড়ু উড়ু নির্ভার একটা মাস্তানিভাব মনে বড় আরাম প্রদান করে। মাস্তানি শব্দটা কি ঠিক হল? তা খুব যে একটা ভুল প্রয়োগ হল, তাও তো না। আমার মন হঠাৎ হঠাৎ শাসনের অতীত হয়ে আমাকে আরামের গলিতে রক্‌বাজিতে শ্রেষ্ঠ করে যদি তোলেই, মাস্তানির মত যুৎসই শব্দ কি আর আছে? আমি তো আর কারো মনের ঢেলায় ঢিল ছুড়ছি না। আমাকে নিয়ে আমি। আমার আমি। ছুহ্।

বলছিলাম, আমার মনের মধ্যে একটা অর্থহীন কৌতূহল জেগেছে। আচ্ছা আপনি এই যে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি-মুখ নিয়ে প্রায় হলুদ হলুদ দাঁতগুলো কখন, কী রকম, কতটুকু আমাকে দেখাবেন, এই নিয়ে একটা অসুবিধার মধ্যে আছেন, এই রকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারই আপনাকে সবিশেষ করে তুলেছে এই মুহূর্তে, এরকম কেন হল? আমি হলপ করে বলতে পারি, ঘর থেকে বেরুবার আগে আয়নার সামনে আপনি নিজেকে উপস্থাপন করেননি। চুলে চিরুনি পড়েছে, তবে তা আয়নার সামনে নয়, বাথরুম থেকে বেরুতে বেরুতে। পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে চিরুনিটা ছুঁয়ে দেখুন, এখনও ভেজা ভেজা লাগছে। চিরুনির দাঁতগুলো আপনার মুখের মাড়ির মত কেমন যেন কালচে কালচে এককালে ফর্সা ছিল রঙের ময়লা নিয়ে ফুলো ফুলো হয়ে আছে। চিরুনি পরিষ্কার করার অভ্যাস আপনার নেই। অথচ দেখুন, আপনি চৌদ্দটি বছর স্কুলে গমন করেছেন। অথচ একবারও চিরুনি পরিষ্কার সম্পর্কিত কোন ব্যবহার-বিধি পুস্তক পাঠ করেননি।

আর এসব যে পাঠ করে শিখতে হয় না, এটাও বোধকরি আপনি কখনোই জ্ঞাত হননি। বেশ ব্যস্ত ছিলেন? না না, আপনাকে এই নিয়ে কেউ দোষ দিচ্ছে না। আপনি আরাম করে বসুন। আপনি আপনার অসহায় হাসিটি ঠোঁট-চাপা দিতে পারেন, খুলেও দিতে পারেন। হাসি হাসি মুখ সর্বদা কাম্য হলেও আপনাকে এটা ধরে রাখতে গিয়ে ঘেমে উঠতে হবে না।

আমার আরেকটা কৌতূহল জাগছে। আপনার এখন বিবাহিত জীবনের হানিমুনের পড়ন্তকাল, তাই না? বাংলাদেশে যে এখনও কোন বঙ্গ ললনা চুলে তাজা সুবাসিত ফুল গুঁজে, বুকে কামড় দেয়া ঠোঁটের-তটভূমিতে-আছড়েপড়া নিঃশব্দ সরব হাসি তুলতে জানে, আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই তাতে পারঙ্গম। সত্যি কি না? কোন কারণ ছাড়াই আমি কেন যেন এক প্রকার নিশ্চিত যে, বড় সুন্দর, সুডৌল আর আহ্বানকাতর মুখশ্রী আপনার স্ত্রীর। ছেলেপুলে নেই, তাই না? তাহলে তো দেহসৌষ্ঠবও সুন্দর হবে। সুশ্রী, ঠিক তো? এ জন্যে নিজেকে আপনি বেশ ভাগ্যবান মনে করতে পারেন। সুন্দরী মেয়ে থাকে অনেক, সুন্দরী স্ত্রীর সংখ্যা কিন্তু হাতে গোনা। সব সুন্দরী মেয়েই সুন্দরী স্ত্রী হয় না। কেউ কেউ হয়।

উপদেশ দিচ্ছি? তা আপনার ভাবনা আপনি মুক্তমনে ভাবতে পারেন! কিন্তু, প্লিজ, উস্‌খুস করবেন না। আমার কথা তো আপনাকে গিলতে হবে, এটা আমি যেমন জানি, আপনিও তেমন জানেন। তা আমার কৌতূহলের কথাটা বলাই হল না।

আসলে, আপনাকে দেখার পর আপনাকে নিয়েই আমার এত কথা বলার আছে যে, কোন্ সূত্র ধরে এগুব জানি না। ভাল কথা, আপনার মুখের গন্ধটা কিন্তু আর পাচ্ছি না। এমনকি আপনার হঠাৎ হঠাৎ অই বিকট বিকট দাঁত-কামড়-উত্তর মুখের হা-তেও না। আপনার তিন হাত দূরে বসাটা বিলকুল মাপা একটা কাজ করে দিল, কি বলেন? স্ত্রীর সঙ্গে যখন পাশাপাশি শয্যাশায়িত হন, আপনার স্ত্রী কি কখনো আপনার মুখের গন্ধ নিয়ে কোন অভিযোগ করেছেন? আপনার স্ত্রীর মুখ থেকে কোন উটকো গন্ধ নির্গত হয় না। আদরে, সোহাগে এবং রতিকর্মে যখন আপনাদের চুম্বন, সামর্থ্য এককর্মী হয়ে ওঠে, আপনার স্ত্রী কি একটুও অভিযোগ করেন না? বিশেষ মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিরে তিনি আপনার শরীর থেকে কি কোনো দূরত্বই রচনা করেন না? ভীষণ ব্যাপার! সত্যি বলছেন তো! কোন রকম গোস্বা বা অবহেলা ছাড়াই মুখোমুখি স্বামী-স্ত্রী জড়িয়ে ধরে থেকে নিশিযাপন করেন? যাই বলুন, আপনার স্ত্রীর তারিফ আমাকে করতেই হবে। অই উটকো বজ্জাত গন্ধ নিয়েও যে তিনি-!

আপনার মাথার চুলের ফুলে ওঠা ঢেউটা কিন্তু লাখে একটা। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাই শত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ধারণ করলেও চুলের বুলবুল ঢেউটি বাংলার মহানায়ককে মনে করিয়ে দেয়। উত্তম কুমারের চুলের স্টাইলটি বাস্তবিকই একেবারে আলাদা ছিল। কপালের সামনে গাঙ্গের পাড় ভাঙার মত চুল পাকিয়ে থাম্বাহীন গোলাকৃতির ব্যালকনি বানিয়ে, কী সুন্দর পেছন দিকে ঢেউ খেলে খেলে বিন্যাসিত হত আর কত না সুচিত্রা-অভিলাষী বালিকা উত্তর কিশোরী-যুবতীরা নিদ্রাহরিত থেকেছে এই দেখে দেখে, তার হিসাব নেই। তা আপনারটা কিন্তু অত সুন্দর না। ঢেউটার কেবল একটু মিল ধরা পড়ে। তবুও তো পড়ে। ভেবে দেখুন, কোথাকার কোন আপনি, আর কী সেই সত্যজিতের নায়ক! বাংলার মহানায়ক। 'নায়ক' ছবিতে ট্রেনে শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে যখন মহানায়ক কথা বলছিলেন, ভেবে দেখুন, অমন অভিনয় কেবল তিনিই পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে জানেন! যেন অভিনয়ই করেননি। আর কেউ আছে? একেবারেই না। আপনার চোখ-মুখ হঠাৎ অমন দেখাচ্ছে কেন? আপনার মুখের হাসির, কিশোরী বয়েসের কী করি কী করি সাবালক মূঢ়তা আমাকে এক ধরনের পীড়ন ও বিরক্তি দিলেও এতক্ষণে তা সহ্য হয়ে এসেছিল, কিন্তু সেইটুকুও হারিয়ে ফেললেন যে! এই আরেকটা অসুবিধে! বুঝলেন, আপনাদের কখনো কখনো ভীষণভাবে প্রেডিক্টেবল মনে হলেও কেমন করে যেন আবার আনপ্রেডিক্টেবলও হয়ে যান। যখন সভা-সমিতিতে থাকেন তখন চেনা চেনা লাগে আপনাদের। কিন্তু এই রকম মুখোমুখি যখন কোন আলোচনায় বসি, আপনারদেরকে তখন সত্যি সত্যি কেমন যেন অচেনা এবং বোকা বোকা লাগে। তখন মনে হয় চৌদ্দ বছর-স্কুল-গমন ব্যাপারটা আসলে নিতান্তই বানোয়াট, মিথ্যে। স্কুলের চৌহদ্দিতে কখনো প্রবেশ করেননি। করলেও হয়ত করেছেন, তবে বই নিয়ে নয়, অন্য কিছু নিয়ে। কী নিয়ে, তা জানি না।

উহ্‌হো বুঝতে পারছি, সত্যজিতের নামটি উল্লেখ করলাম বলে? নামটি শুনেছেন কিন্তু তার একটি ছবিও দেখেননি। এইতো?

আরে, রাখুন তো এসব! সত্যজিতের নাম একটু একটু শুনেছেন এই-ই যথেষ্ট। তার ছবি দেখতে হবে, কে বলেছে? আপনার প্রজন্মের ক'জনই বা তাকে জানে? আপনাদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, বাংলার শ্রেষ্ঠ মুভি মেকার কে? ভেবেছেন, তিনি অবলীলায় উত্তরটি দিয়ে দেবেন? আরে না না। বড় জোর তিনি বলবেন, কী যেন নাম, ভুলে গেছি। বেশ কিছু বছর আগে দুই বাংলাকে কাঁপিয়ে প্রায় এক করে ফেলেছিল। হ্যাঁ, 'বেদের মেয়ে জোছনা'র পরিচালকের নাম মনে পড়ছে, হ্যাঁ, তার নাম বলবেন।

মন খারাপ করবেন না। সবাইকে যে সব জানতে হবে, তা কে বলেছে? আপনি যা জানেন,

আমিই কি তার কিছু জানি? একদম না।

কিছু একটা জিজ্ঞেস করে দেখুন না। প্রশ্নে প্রশ্নে আটকে যাব। আপনার গায়ে পরা পাঞ্জাবি ভীষণ রকমভাবে একটি র‍্যাডিক্যাল ডিজাইন, আমি তার নাম জানি? মোটেই না। কী বলছেন? ফাঞ্জাবি? পাঞ্জাবি বা ফতোয়া নয়? বাহ্! বেশ তো, বেশ নাম দিয়েছে। আমাদের মাথা পচে পচে একদম গোবর হয়ে যায়নি, কি বলেন? বেরোয়। ফাঁকে ফাঁকে ঠুস করে বেরিয়ে পড়ে। বুদ্ধির আকালে এইটুকুই যথেষ্ট।

আমাকেই দেখুন না। এত যে বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলছি, আমার দৌড় কতদূর? আমার চুল পেকেছে, কিন্তু অই পর্যন্তই। আর কিছু পাকেনি। আমি ভাবতে আনন্দ পাই যে, আমি বুদ্ধিমান। আমার চেহারা-সুরতেও বুদ্ধির একটা ছটা আছে। যখন শান্ত হয়ে নিঃস্বর্গ দেখি, আশপাশের লোক অনুমান করেন, আমি ভীষণ গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে থেক পৃথিবীর জন্যে আলো খুঁজছি। এদিকে ঘরে আমার আলোর সলতে নেই। আলো খুঁজব কী, অন্ধকারে আজীবন নিপতিত হচ্ছি। একটু একটু করে নামছি। পাতাল বলে না? ওই রকম। একবার পৌঁছে গেলে আর ফেরা যায় না। আমি ছাড়া কেউ কি তার খবর জানে? না, আমি কি আমার এই স্খলনের কথা কাউকে বলি? মোটেও না।

দাঁড়ান, দরোজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসি। একটি শিশুর চিৎকার আসছে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই? আমি বাধ্য হয়ে প্রশ্রয় দিই ঠিকই, কিন্তু এসব শব্দ আমার মোটেও ভাল লাগে না। এই যে আমরা বেলকনিতে বসে কামরাঙ্গার মত কিছু রোদ নিয়ে একটু একটু করে খুলে যাওয়া পড়ন্ত সকালের শহরটার সমস্ত শব্দ শুনছি, কাকের কা কা, ঝিয়ের মুখের খিস্তি, মোটরজান, রিকশা ইত্যাদির অফুরন্ত অবর্ণনীয় সাউন্ড শুনছি, খারাপ লাগছে? ঠিক বলেছেন, মোটেও খারাপ লাগছে না। বরং কি মনে হয় জানেন? একটি দিবসের বিশেষ বিশেষ খন্ডিত সময়গুলোতে যেসব শব্দ নিয়ম করে সংঘবদ্ধ হয়, সেসব শব্দ যদি কখনো কোথাও অবকাশ যাপনে চলে যেত, তাহলে খারাপই লাগত। এই সব শব্দ না হলে কি বোঝা যেত যে সকাল ফুটছে, মধ্য দুপুরে সব চৌচির হচ্ছে, বিকেল পোয়াতীর মত অলস পা ফেলছে, সন্ধ্যা রাত্রির ভেতর অর্পিত হচ্ছে, রাত নিশুতির দিকে এগুচ্ছে? বলেন, বোঝা যেত?

কোন শিশু-টিশুর কান্না যে এই সব শব্দের হাঁড়িতে নেই তা না, আছে। তবে তা সমস্ত শব্দের সঙ্গে মিশে আছে। সরাসরি বাইরের শিশুর চিৎকার আমার কোন দিন সহ্য হয়নি। এই ভেজান দরোজাই ভাল। আমরা একটু মুখোমুখি হবার সুযোগ পাচ্ছি। এ রকম সময় তো আর খুব একটা আসে না। শুধু আমরা আমরা! অখ্যাত আপনি আর প্রখ্যাত আমি।

আমি আপনাকে দেখে বিরক্ত হইনি। আজকাল আর মেপে মেপে কথাও বলি না। প্রথম দিকে কষ্ট হয়েছে। অস্বীকার করব না, মেপে মেপে কথা বলে এত দিন জীবনটাকে একটা সুস্থ সুবাসিত সম্মোহনের ভেতর রেখেছি। এখন চারপাশ খুলে দিয়েছি। সবদিক থেকেই হু হু করে সব রকমের বাতাস আসছে। খুলে দেয়ার প্রক্রিয়ায় যে কষ্টটুকু ছিল, সেসব কাটিয়ে উঠেছি। আমি এখন যাচ্ছেতাই কথা বলি, শুনি, শুনে হাসতেও পারি।

একটু বসুন, সামনের বাসার ছেলেটা আমাকে এখন নিচ থেকে ডাকবে, ওকে বাই বলে আসি। শিশু ভালবাসি না, কিন্তু শিশু-শিশু স্বভাবের ক্ষুদে স্কুলগামী বালক-বালিকার ভেতর এক একটি খরগোশ লাফাচ্ছে, দেখি। এটা আমার ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বলব না, রীতিমত উপভোগ করি। একদিন বিকেল বেলায় আসুন, আশপাশের সবাই আমার বাড়ির গ্যারাজের সামনে জড়ো হয়, দেখবেন। ওদের কলকাকলিতে বিকাল প্রতিদিন ভেঙে ভেঙে খান খান হয়। ওইটুকু জায়গা, ক্রিকেটে সামলে নেয়, এমন কি ছক্কা পর্যন্ত! আপনার পেছনে ফিরে তাকান তো, জানলার কাচটা ফাঁটা দেখছেন? বলটা কাচের ওপর সরাসরি পড়েনি, ওইটুকুতেই এই, কাচে পড়লে? খান খান।

- বাই।
- আজ একটু দেরি হল যে!
- সকালের কোচিং টিচার দেরি করে আসল যে!
- বিকেলেও কোচিং আছে?
- হ্যাঁ।
- কী?
- ইংলিশ।
- বাহ্!
- বাই। তুমি থাক আমি যাই!

ওর নাম কি জানেন, আপ্পি! বাপ্পি শুনেছেন, আপ্পি শোনেননি। তাই না?

তা পোশাক-আশাক যেমন বছর বছর বদলে যায়, মানুষের নামের ধরন-ধারণও তেমনি বদলে যায়। এখনকার নামগুলো ভীষণ আনকমন। শব্দগুলো সারা জীবন শুনিনি, এখন শুনছি। খারাপ লাগে না বরং ভালই লাগে। ইভান, সুন্দর, না?

রোদটা এই সময় অল্পক্ষণের জন্যে একটু বেয়াদপ হয়ে ওঠে রোজই। যেখানেই চেয়ারটা টেনে নিন না কেন, আপনার পেছন পেছন রোদটা যাবেই। এক্কাদোক্কা খেলেছেন? রোদের সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলে কখনই জিততে পারিনি। আর কোন কিছুতেই না জিততে পারাটা কত কষ্টকর, আপনি নিশ্চয়ই অনুমান বা অনুভব করতে পারেন। ভীষণ কষ্ট! জীবন পরাজয়কে জিতে নিতে এত পছন্দ করে, ভাবা যায়?

আচ্ছা, আপনারা আমার কাছে কেন বারবার আসেন বলুন তো? আমি তো নতুন কিছু দিচ্ছি না, সেই কবেকার সব শেখা বুলি মন্ত্র উচ্চারণের মত আজো বলে যাচ্ছি। বুঝি না, আপনারা কেন আমার ফাঁকিটা ধরতে পারছেন না!

আমি তো সেই কবেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি আর পড়ি না। খবরের কাগজটাও না। বসার ঘরে তো দেখলেন, প্রায় সব কয়টা পত্রিকা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে। সবই আজ ভোরের খবরের কাগজ। পাতা উল্টিয়েছি? একেবারেই না। সম্পাদক সাহেবরা সৌজন্য সংখ্যা পাঠান, আমি না করতে পারি না। আর না করাটাও ঠিক হবে না। সব সংবাদপত্র পড়ে পড়ে,

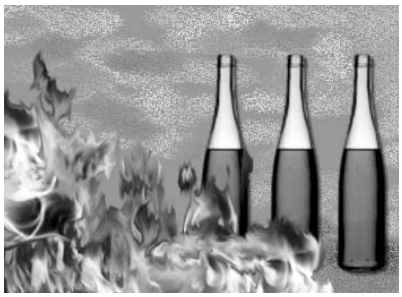

আমি পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে সর্বদা সম্যক অবহিত থাকব, এই-ই এতকাল হয়ে এসেছে। সুতরাং আমি যে আদৌ পড়ছি না এটা গোপন রাখাই শ্রেয়। কী লাভ জানিয়ে! দেশে আমার মত মানুষ খুব বেশি একটা নেই। আমাকে আপনাদের প্রয়োজন। সেই জন্যেই তো এসেছেন, তাই তো? আমি যে দিনে দিনে আসলে একটি মূর্খ মানুষ হয়ে উঠছি, এটা সবাইকে জানিয়ে একটা শোকের এবং উৎকণ্ঠার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করি, এটা কিছুতেই ঠিক হবে না। জগৎ না হোক, দেশের বুদ্ধিবেত্তাদের সম্মানের একটা বড় অংশ আমার অস্তিত্বের উপর অনেকাংশ কোন না কোনভাবে নির্ভরশীল। এটা আপনিও জানেন।

একটু উঠতে হচ্ছে, সেই কখন চা দিতে বললাম! বসুন, আসছি। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের জানালায় চোখ ফেলবেন না। বিচ্ছিরি, ভীষণ নোংরা ব্যাপার স্যাপার। মেয়ের মত বয়সী বউ, রোজ অফিসে যাওয়ার আগে কর্তাবাবু তাকে কাঁটায় কাঁটায় পনের মিনিট জাপটে ধরে থাকে। দৃশ্যটা আমাকে এখানকার একজন পপুলার তারকার কথা মনে করিয়ে দেয়। সারা জীবনের স্ত্রীকে ত্যাগ করে মেয়ের বান্ধবী? যৌনতাই কি জীবনের সব? আমেরিকার একজন প্রখ্যাত পরিচালক 'অ্যানি হল' নামের একটা দারুণ ছবি তৈরি করে অস্কারসহ সর্বত্র জয় জয়কারের ধ্বনি তুলেছিলেন। একদিন তার প্রায়-নাবালিকা দত্তক মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেন, কোন মানে হয়? আমার স্ত্রী গত হয়েছেন বেশ কয়েক বছর হয়। আপনারাই তো হৈ হৈ ফেলে দিয়েছেন তার মৃত্যু-শোকের বাহক হয়ে। সেই থেকে আমি নিঃসঙ্গ। পুরুষ মানুষ স্ত্রী হারালে তার বেঁচে থাকার পৃথিবীতে ধস নামে। আমারও নেমেছে। তাই বলে আমি কি বিকেলে বিকেলে যাকে গালে টিপ দিয়ে আদর করে কোলে বসাই, তাকে বিয়ে করেছি? যত্তসব। সমাজের উন্নতিটা হবে কী করে? রোল মডেলরা যদি-। বসুন দেখি, চা আসতে দেরি হচ্ছে কেন? আপনি বরং ডান দিকের ফ্ল্যাটে চোখ ফেলুন। কেউ নেই। কয়েক সপ্তাহ হল ঘরগুলো ফাঁকা। একজন ছিলেন, তিনি গত হয়েছেন, আত্মীয়স্বজন সব দেশের বাইরে। এখন কারা আসে, থাকে, কে জানে!

আমার বাসা এখন জনশূন্য। আমি আর বেলাল। বেলাল আমার গ্রামের। গ্রামের সঙ্গে আমার যোগাযোগ কখনোই খুব একটা ছিল না। এখন যৎ-সামান্য যা আছে, তা অই বেলালের মাধ্যমেই। বাসায় কাজ করে ছেলের নাম বেলাল, এই নিয়ে মহল্লার ইমাম সাহেব একটু নাখোশ